যুগান্তর

তারিখ 14 MAR 2013
পৃষ্ঠা 20 কলাম ৩

একাদশে এবারও ৫ বই নিয়ে অনিশ্চয়তা

নতুন আঙ্গিকে ইংরেজি প্রথমপত্র

মুসতাক আহমদ

শিক্ষানীতির আলোকে নতুন কারিকুলামে একাদশ শ্রেণীতে ৫টি পাঠ্যবই দেয়া নিয়ে এবারও অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। বেসরকারি প্রকাশকরা এসব বই রচনা ও প্রকাশে আগ্রহ না দেখানোয় এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এতে বিপাকে পড়েছে জাতীয় পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)।

এ ছাড়া রচনার কাজ শেষ না হওয়ায় গত বছর ইংরেজি প্রথম পত্রের যে নতুন বইটি দেয়া সম্ভব হয়নি এবার সেটি ছাত্রছাত্রীদের হাতে তুলে দেয়া হচ্ছে। চলতি মাসের মধ্যে বই রচনার কাজ শেষ হবে। এরপর তা জাতীয় কারিকুলাম সমন্বয় কমিটিতে (এনসিসিসি) যাবে অনুমোদনের জন্য।

ইংরেজি প্রথম পত্র বই রচনার কাজটি করছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ড. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম। বৃহস্পতিবার বিকালে মোবাইল ফোনে তিনি যুগান্তরকে বলেন, 'সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকের একটি বই আমরা উপহার দিচ্ছি। এতে বাস্তব ও ব্যবহারিক জীবনের দৃষ্টান্ত নিয়ে ইংরেজি শেখার উপযোগী বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বইয়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ক্লাস কার্যক্রমনির্ভরতা। এতে শিক্ষার্থীরা ক্লাসেই শিক্ষকের পাঠদান থেকে পড়া শেষ করে বাড়ি ফিরতে পারবে। ছাত্রছাত্রীদের কোচিংনির্ভরতা বা নোটবইয়ের ওপর মুখাপেক্ষিতা থাকবে না। তবে এ জন্য ক্লাসে পাঠদান নিশ্চিত করতে হবে এবং এ বিষয়ে সরকারকে তদারকি করতে হবে।'

ট্যুরিজম ও হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট, খাদ্য ও পুষ্টিবিজ্ঞান, গৃহ ব্যবস্থাপনা ও পারিবারিক জীবন, শিশু বিকাশ, শিল্পকলা ও বস্ত্র পরিচ্ছদ— একাদশ শ্রেণীর এই ৫টি বই প্রকাশ নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়েছে। এ ব্যাপারে এনসিটিবির সদস্য (পাঠ্যপুস্তক) অধ্যাপক ড. রতন সিদ্দিকী জানান, 'এ বছর যে করেই হোক ইংরেজিসহ ৬টি নতুন বই শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেয়া হবে।'

২০১০ সালে সরকার নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়ন অনিশ্চয়তা : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৬

অনিশ্চয়তা : বই নিয়ে একাদশে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

করে। এর আলোকে ২০১২ সালে নতুন পাঠ্যবই রচনা শুরু হয়। ২০১৩ সাল থেকে ধাপে ধাপে নতুন কারিকুলামের বই প্রবর্তন শুরু হয়। সর্বশেষ এ বছর মাদ্রাসা-স্কুল এবং কলেজ নির্বিশেষে অভিন্ন কারিকুলামের পাঠ্যবই প্রবর্তন শেষ হয়। সে অনুযায়ী ২০১৩ সালে উচ্চ মাধ্যমিককে নতুন কারিকুলামের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

এনসিটিবির প্রধান সম্পাদক প্রীতিশ কুমার সরকার বলেন, '২০১৩ সালে আমরা একাদশে এবং ২০১৪ সালে দ্বাদশ শ্রেণীর নতুন পাঠ্যবই দিয়েছিলাম। ২০১৩ সালের মোট ১২টি বই নতুন কারিকুলামে দিতে পারিনি। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৪ সালে তা দেয়ার কথা ছিল। কিন্তু বেসরকারি প্রকাশকদের অনীহার কারণে এটা এখন পর্যন্ত সম্ভব হয়নি।' তিনি বলেন, '২০১৩ সালে বাকি থাকা ১২টি বইয়ের মধ্যে বাংলা প্রথম পত্রের ৩টি বই নতুন কারিকুলামে দিতে পেরেছি। ইংরেজিসহ বাকি ৯টি বই এবার দেয়ার কথা। এর মধ্যে ইংরেজির কাজ ৯০ ভাগ শেষ হয়েছে। সঙ্গীতের বিষয়গুলোও বেসরকারি প্রকাশকরা শেষ পর্যন্ত দিতে রাজি হয়েছেন। তবে বাকি ৫টি বই যদি বেসরকারি প্রকাশকরা রচনায় আগ্রহী না হন, তাহলে আমরা (এনসিটিবি) তা করে বাজারে ছাড়ব।' উল্লেখ্য, দশম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্যবই সরকার বিনা মূল্যে দেয়। তবে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর বইয়ের মধ্যে বাংলা ও ইংরেজি বাদে বাকি বই বেসরকারি প্রকাশকদের মাধ্যমে রচনা করিয়ে বাজারে ছাড়া হয়। এর মধ্যে উল্লিখিত ৫টি বিষয়ের বই রচনার ব্যাপারে বেসরকারি প্রকাশকদের আগ্রহ কম। এ ব্যাপারে নাম প্রকাশ না করে এনসিটিবি এবং বেসরকারি প্রকাশকদের একাধিক সূত্র জানায়, এই ৫টি বইয়ের পাঠক বা ছাত্রছাত্রী কম। এ কারণে এগুলোর বিক্রি থেকে লাভও কম।

এনসিটিবি সূত্রে জানা গেছে, এসএসসি ও সমমানের পর্যায়ে বর্তমানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ১৩ লাখ। এর মধ্যে উল্লিখিত বিষয়ের ছাত্রছাত্রী ১০ হাজারও পাওয়া যায় না। এ কারণে এসব বইয়ের কাজকে প্রকাশকরা লাভজনক মনে করেন না। প্রশ্ন উঠেছে, তাহলে এসব বিষয়ের বইয়ের কী হবে? জবাবে ড. রতন সিদ্দিকী বলেন, 'গার্হস্থ্য অর্থনীতির ওপর ৪টি এবং ব্যবসায় প্রশাসনের একটি বিষয়ের ওপর বই রচনার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করছি। বেসরকারি প্রকাশকদের না পেলে এনসিটিবি তা রচনা করবে।'

এদিকে ইংরেজি বইয়ের রচনার কাজ শেষ পর্যায়ে। জানা গেছে, বই রচনার আগে সংশ্লিষ্ট রচয়িতারা ঢাকা ও ঢাকার বাইরে বিভিন্ন কলেজে পাঠদান এবং শিক্ষকদের দক্ষতা সরেজমিন পর্যবেক্ষণ করেন। এরপরই বাস্তব অবস্থার নিরিখে বই রচনায় হাত দেন। এ কারণে বইটি রচনায় প্রায় দেড় বছর সময় নিতে হয়েছে। বইটি রচনার দায়িত্বপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম বলেন, 'বই রচনার কাজ শেষ। এখন আমরা রিভিশন দিচ্ছি। আগের বইটিকে কমিউনিকেটিভ বলা হলেও আসলে তার ধারে কাছেও ছিল না। আমরা এবার বইটিকে ছাত্রছাত্রীদের ইংরেজি শেখার ওপর গুরুত্ব দিয়ে রচনা করছি।' অধ্যাপক মনজুরুল ইসলাম আরও বলেন, 'আমরা নতুনরূপে বইটি দিচ্ছি, তবে খোলনলচে পাল্টাতে পেরেছি, তা বলব না। এটার জন্য প্রাথমিক পর্যায় থেকে ইংরেজির পাঠ ঢেলে সাজাতে হবে। সেই কাজটি তো আমরা করতে পারছি না। তবে এই কাজটি করতে পারলে ইংরেজি নিয়ে ভীতি থাকত না ছাত্রছাত্রীদের মাঝে।'